যুগাচার্য জীবনগাথা ও সঙ্ঘ দর্শন

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ

জীবনচরিত, আত্মশক্তি জাগরণ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দর্শন

গ্রন্থ সংকলক ও গবেষক

ধবল হিরপরা

২০২৬ সংস্করণ

মোট পৃষ্ঠা: ২১

বিনামূল্যে জনকল্যাণ সংস্করণ

ভূমিকা ও পরিচিতি

লেখক ও গবেষক পরিচিতি

ধবল হিরপরা (Dhaval Hirapara) একজন প্রতিশ্রুতিশীল গবেষক, প্রযুক্তিবিদ ও মননশীল চিন্তক। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, যুগান্তকারী মহাপুরুষদের জীবন দর্শন এবং সমাজ সংস্কারের ইতিবৃত্ত নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের তেজস্বী আদর্শ ও জাতিগঠনমূলক কাজকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরাই এই প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য।

লেখক বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক যুগে বাহ্যিক বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও যুবসমাজের মধ্যে চরিত্রগঠন, নৈতিক চেতনা এবং আত্মবল অর্জনের সংকট দেখা দিয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দের বজ্রকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং কুসুমকোমল সেবাধর্ম বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি প্রদান করতে পারে। সেই গভীর প্রেরণা থেকেই সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই জীবনচরিত ও তত্ত্বদর্শন বিন্যস্ত করা হয়েছে।

গবেষণার ভিত্তি ও তথ্যপ্রক্রিয়া (Research Methodology)

এই সংকলনটি ইন্টারনেটে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক আর্কাইভ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রামাণ্য নথিপত্র, সন্ন্যাসীদের রচিত জীবনীগ্রন্থ এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক গবেষণা সারগ্রন্থের গভীর পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষামূলক উদ্যোগের সহায়তায় তথ্যসমূহের প্রাসঙ্গিকতা নিখুঁতভাবে যাচাই করা হয়েছে।

যোগাযোগ ও সামাজিক মাধ্যম

🌐 **অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:** https://dhavalhirapara.com/

📱 **সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম:** Instagram ও Facebook: `@dhavalhirapara1995`

💡 সকল প্রতিক্রিয়া, গঠনমূলক সমালোচনা ও পাঠকদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

আইনি ঘোষণা

আইনি সতর্কবার্তা ও অনধিকারচর্চা নিরোধক অস্পষ্টতা দূরীকরণ

১. ঐতিহাসিক ও আর্কাইভাল তথ্যের স্থিতি

এই গ্রন্থে পরিবেশিত শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সম্পর্কিত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা, জন্মবৃত্তান্ত, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বাণীসমূহ উন্মুক্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড, স্মৃতিকথা এবং প্রামাণ্য সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। লেখক ও প্রকাশনা পর্ষদ তথ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে যে কোনো আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎসের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে।

২. আদর্শগত, ধর্মীয় ও নীতিগত প্রসঙ্গের পরিধি

এই পুস্তকে বর্ণিত আত্মশুদ্ধি, ব্রহ্মচর্য, সমাজসেবা এবং ত্রাণকাজের বিবরণ সম্পূর্ণ মানবকল্যাণ ও আত্মবিকাশের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত। এটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, সম্প্রদায় বা বর্ণের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে না। এখানে প্রতিফলিত সেবাধর্ম ও সমন্বয় দর্শন সর্বজনীন মানবতাবাদের প্রতীক। পাঠক এই দর্শনকে আত্মিক অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করবেন।

৩. গোপনীয়তা ও বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুরক্ষা (Intellectual Property)

এই ডিজিটাল সংস্করণটি ২০২৬ সালে অবাণিজ্যিক ও জনকল্যাণমূলক পাঠের উদ্দেশ্যে ধবল হিরপরা কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। এই সংকলনের কোনো অংশ মূল উদ্দেশ্য বিকৃত করে বাণিজ্যিক বিপণন বা অপব্যবহারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। উদ্ধৃত সমস্ত বাণী ও ঐতিহাসিক নাম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৪. দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধকরণ (Limitation of Liability)

এই গ্রন্থ শুধুমাত্র নৈতিক ও শিক্ষামূলক জ্ঞানের প্রসারের জন্য রচিত। এই পুস্তকে বর্ণিত কোনো আদর্শিক সিদ্ধান্ত বা তথ্যের প্রয়োগজনিত কারণে সৃষ্ট কোনো পরিস্থিতির জন্য সংকলক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

সংরক্ষিত নীতি

অনুমতিহীন বাণিজ্যিক রূপান্তর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পাঠ ও নৈতিক চর্চার জন্য এটি অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচিতি

গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ও পাঠকের ৬টি প্রত্যক্ষ লাভ

এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো পরাধীন ভারতে আবির্ভূত এক মহামানবের তেজোদৃপ্ত দর্শনকে একুশ শতকের যুবসমাজের সামনে তুলে ধরা। স্বামী প্রণবানন্দ কেবল একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন 'সঙ্ঘনেতা' ও 'যুগাচার্য', যিনি নির্জীব জাতিকে আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী ও সেবাব্রতী করে গড়ে তোলার মহামন্ত্র দিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের ৬টি সুনির্দিষ্ট লাভ:

- **১. চারিত্রিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ:** কঠোর ব্রহ্মচর্য, মনের একাগ্রতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক দুর্বলতা দূর করার বাস্তবিক পথের দিশা।
- **২. সেবা ও ত্যাগের সমন্বয় দর্শন:** কীভাবে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনাকে দেশসেবা ও আর্তের সেবায় রূপান্তরিত করা যায় তার নিখুঁত পরিকল্পনা।
- **৩. ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম:** বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মতো দুর্যোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ ত্রাণকাজের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ।
- **৪. নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন:** সমাজকে একত্রিত করা, যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করা এবং প্রতিকূলতার মাঝে অবিচল থাকার সাংগঠনিক পাঠ।
- **৫. তীর্থ সংস্কার ও মিলন মন্দিরের বোধ:** সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে সার্বজনীন মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক চিন্তার সম্যক উপলব্ধি।
- **৬. আধুনিক জীবনের মানসিক চাপ মুক্তি:** তাঁর নির্দেশিত দৈনন্দিন সাধনা ও মহামিলনের সূত্রের প্রয়োগে জীবনে গভীর শান্তি ও তেজ লাভ।

> **লেখকের প্রেরণাদায়ী সংকল্প বার্তা**
>
> "দুর্বলতা হলো মৃত্যু, আর তেজস্বিতাই হলো জীবন। প্রণবানন্দ মহারাজের জীবনী কেবল একটি ঐতিহাসিক আখ্যান নয়, এটি প্রতিটি নিদ্রিত হৃদয়ে আত্মমর্যাদা ও তেজস্ক্রিয় পৌরুষ জাগ্রত করার এক জ্বলন্ত হুঙ্কার।"

সূচিপত্র

অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত নির্ঘণ্ট

অধ্যায়	বিষয়বস্তু ও শিরোনাম	পৃষ্ঠা
—	মুখবন্ধ, লেখক পরিচিতি, আইনি ঘোষণা ও গ্রন্থ পরিচিতি	১ - ৪
অধ্যায় ১	আবির্ভাব ও বাল্যজীবন: বাজিতপুরের বিনোদ	৬
অধ্যায় ২	কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধনা ও যৌবনের আত্মনিয়ন্ত্রণ	৭
অধ্যায় ৩	গোরক্ষপুরে সন্ন্যাস গ্রহণ ও স্বামী প্রণবানন্দ নামধারণ	৮
অধ্যায় ৪	ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও মূল আদর্শ	৯
অধ্যায় ৫	ত্রাণকার্য ও মানবসেবা: আর্তপীড়িত মানুষের আশ্রয়	১০
অধ্যায় ৬	তীর্থ সংস্কার আন্দোলন ও তীর্থযাত্রীদের অধিকার রক্ষা	১১
অধ্যায় ৭	মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জাতিভেদ দূরীকরণ	১২
অধ্যায় ৮	যুবসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান ও আত্মরক্ষার শিক্ষা	১৩
অধ্যায় ৯	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের প্রেরণা	১৪
অধ্যায় ১০	মহারাজের দশটি মূল উপদেশ ও বাণীর গভীর তাৎপর্য	১৫
অধ্যায় ১১	মহাপ্রয়াণ ও অমর উত্তরাধিকার	১৬
অধ্যায় ১২	বর্তমান সমাজে প্রণবানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা	১৭
—	১২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরী (FAQs - পর্ব ১ ও পর্ব ২)	১৮ - ২০
—	চূড়ান্ত সংকল্প, জাতীয় জাগরণ ও ডাউনলোড সি.টি.এ	২১

পাঠক নির্দেশিকা

প্রতিটি অধ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। ধারাবাহিক পাঠের মাধ্যমে স্বামীজীর বহুমুখী সমাজবিপ্লবের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব।

অধ্যায় ১

আবির্ভাব ও বাল্যজীবন: বাজিতপুরের বিনোদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বাংলা তথা সমগ্র ভারত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ এবং ঔপনিবেশিক শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আত্মমর্যাদা হারাচ্ছিল, তখনই আবির্ভূত হন যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি (মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে) বর্তমান বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে তিনি এক ধার্মিক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের নাম ছিল **বিনোদ**। পিতা বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া এবং মাতা সারদাদেবী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও শিবভক্ত ছিলেন।

শৈশব থেকেই বিনোদের মধ্যে এক অলৌকিক ভাবগাম্ভীর্য ও ধ্যানমগ্নতা পরিলক্ষিত হতো। সমবয়সী শিশুরা যখন খেলাধুলা ও চপলতায় মত্ত থাকত, তখন বিনোদ নির্জন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে একান্তে ধ্যানস্থ থাকতেন। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পার্থিব মোহ বা ভোগলিপ্সার লেশমাত্র ছিল না।

বাল্যকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- অকপট সত্যবাদিতা ও সহজাত নীতিপরায়ণতা।
- অসহায় ও দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের প্রতি গভীর দরদ।
- কঠোর শারীরিক ব্যায়াম ও বলশালী দৈহিক গঠনের প্রতি তীব্র অনুরাগ।

গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা চলাকালীনই তাঁর চিত্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপস্যায় নিবিষ্ট হতে শুরু করে। বাল্যকালেই তাঁর আচার-আচরণে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল যে, তিনি কোনো সাধারণ গৃহী জীবনের জন্য জন্মগ্রহণ করেননি, বরং সমগ্র জাতির নবজন্ম ও আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্যই তাঁর মর্ত্যে আগমন ঘটেছে।

অধ্যায় ২

কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধনা ও যৌবনের আত্মনিয়ন্ত্রণ

কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সংযম ও ব্রহ্মচর্য ব্যতীত জাতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তাই তিনি শুরু করেন এক অবিশ্বাস্য ও কঠোর তপস্যা। দিনে সামান্য আহার, রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিনিদ্র ধ্যানে অতিবাহিত করা তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক নিয়মে পরিণত হয়।

বাজিতপুরের প্রান্তরে এক নির্জন বেলগাছের নিচে তিনি বছরের পর বছর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মের দাবদাহ কিংবা বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা—কোনো কিছুই তাঁর অটল সংকল্পকে টলাতে পারেনি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপুকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে তিনি এক অপার্থিব আত্মজয়ী বীরত্ব অর্জন করেন।

ব্রহ্মচর্যের মূল স্তম্ভ (স্বামীজীর দৃষ্টিতে)

১. **ইন্দ্রিয় সংযম:** চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বাকে অনুচিত বিষয়াসক্তি থেকে নিবৃত্ত রাখা।
২. **বীর্যধারণ ও ওজঃশক্তি:** শারীরিক ও মানসিক তেজকে অপচয় না করে উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তর করা।
৩. **সত্য ও তপস্যা:** কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণ এবং কষ্টসহিষ্ণু হওয়া।

১৯১৩ সালে কাশীতে বিখ্যাত যোগীরাজ গম্ভিরনাথজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই মহামানবের আশীর্বাদ ও সান্নিধ্য বিনোদের অন্তরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে পূর্ণাঙ্গ যোগমার্গে পরিচালিত করে। কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ ১৯১৬ সালে মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে তিনি চরম দিব্যচেতনা এবং সিদ্ধি লাভ করেন।

অধ্যায় ৩

গোরক্ষপুরে সন্ন্যাস গ্রহণ ও স্বামী প্রণবানন্দ নামধারণ

সিদ্ধি লাভের পর অন্তরের ঐশ্বরিক নির্দেশেই তিনি প্রথাগত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। ১৯২৪ সালে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের পবিত্র গোরক্ষনাথ মঠে তিনি জগৎপূজ্য স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের নিকট থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম রাখা হয় **স্বামী প্রণবানন্দ**।

প্রণব বা 'ওঁকার' হলো সৃষ্টির আদি নাদ এবং পরমব্রহ্মের স্বরূপ। যিনি সেই প্রণব সাধনায় সিদ্ধ হয়ে আনন্দস্বরূপ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই স্বামী প্রণবানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর লক্ষ্য কেবল নিজের মুক্তি বা একাকী অরণ্যে নির্বাণ লাভ ছিল না; তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল সমগ্র জাতির কল্যাণচিন্তা।

> **নব্য সন্ন্যাসীর অঙ্গীকার**
>
> "আমার সন্ন্যাস কেবল গেরুয়া পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি প্রতিটি অবহেলিত, উৎপীড়িত ও আর্ত মানুষের চোখের জল মোছাবার এবং ক্লীবত্বে নিমজ্জিত জাতিকে পুরুষোত্তমে রূপান্তর করার সংকল্প।"

স্বামী প্রণবানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, সন্ন্যাসীদের কেবল মন্দিরে বা গুহায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না; তাঁদেরকে নেমে আসতে হবে জনপদে, সেবার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হবে ব্যথিত মানুষের দ্বারে। সন্ন্যাসীদের হতে হবে সমাজসেবক ও জাতির জাগ্রত প্রহরী। এই বৈপ্লবিক দর্শনই পরবর্তীকালে তাঁর সমগ্র আন্দোলনের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।

অধ্যায় ৪

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও মূল আদর্শ

১৯১৭ সালে বাজিতপুরের মাটিতেই ক্ষুদ্র পরিসরে যে সেবাকার্যের বীজ রোপিত হয়েছিল, ১৯২৩-২৪ সালে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে **'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'** (Bharat Sevashram Sangha) নামে। এই সঙ্ঘের মূল ভিত্তি ছিল ত্যাগ, সেবা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য। এটি কেবল একটি সাধু সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় আত্মরক্ষা ও সমাজ পুনর্গঠনের মহাপীঠ।

সঙ্ঘের আদর্শ নির্ধারণে স্বামীজী স্পষ্ট ঘোষণা করেন—সঙ্ঘের কর্মীরা হবেন চরিত্রবান, নির্ভীক এবং আত্মোৎসর্গকারী। তাঁরা এক হাতে গ্রহণ করবেন ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ এবং অন্য হাতে দেশমাতৃকার সেবার ব্রত।

সঙ্ঘের চতুর্দশ বাণী ও মূল ভাবধারা

- **জীবন কী?**—আত্মবিকাশ ও শক্তির প্রকাশ।
- **মৃত্যু কী?**—দুর্বলতা ও আত্মবিস্মৃতি।
- **ধর্ম কী?**—বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব অর্জন।
- **পাপ কী?**—ক্লীবত্ব, ভয় ও আত্মগ্লানি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতা, বারাণসী, পুরী, হরিদ্বার, প্রয়াগরাজসহ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ ও নগরে তাদের কেন্দ্র বিস্তার করে। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা কঠোর আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি জনকল্যাণে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন।

অধ্যায় ৫

ত্রাণকার্য ও মানবসেবা: আর্তপীড়িত মানুষের আশ্রয়

পরাধীন ভারতের অন্যতম প্রধান অভিশাপ ছিল ঘন ঘন অনাহার, মহামারী ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের ঔদাসীন্যের কারণে হাজার হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে স্বামী প্রণবানন্দ এবং তাঁর সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা ত্রাণকার্যের এক অভূতপূর্ব আদর্শ স্থাপন করেন।

১৯১৯ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯২১ সালের খুলনার ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের সময় স্বামীজী শিষ্যদের নিয়ে যেভাবে আর্তমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়েছে। কাঁধে চালের বস্তা নিয়ে মাইলের পর মাইল কর্দমাক্ত পথ হেঁটে দুস্থ মানুষের ঘরে ঘরে অন্ন পৌঁছে দেওয়া ছিল সঙ্ঘের কর্মীদের নিত্যদিনের ব্রত।

ত্রাণ পরিচালনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

- **তাত্ক্ষণিক সহায়তা:** ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিখরচায় লঙ্গরখানা ও অন্নদান কেন্দ্র স্থাপন।
- **চিকিৎসা শিবির:** কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া উপদ্রুত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পরিচালনা।
- **পুনর্বাসন:** দুর্যোগকবলিতদের গৃহনির্মাণ এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী আত্মনির্ভরশীল সহায়তা।

স্বামী প্রণবানন্দের কাছে সেবাই ছিল পরম পূজা। তিনি তাঁর কর্মীদের নির্দেশ দিতেন—"দরিদ্র, আর্ত এবং রোগীর মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ বিরাজ করছেন। তাঁদের সেবা করো কোনো দয়া দেখিয়ে নয়, পরম ভক্তিভরে ঈশ্বর জ্ঞানে।" এই দৃষ্টিভঙ্গি সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডকে এক অনন্য মহিমান্বিত রূপ দান করে।

অধ্যায় ৬

তীর্থ সংস্কার আন্দোলন ও তীর্থযাত্রীদের অধিকার রক্ষা

ভারতের সনাতন সংস্কৃতির হৃৎপিণ্ড হলো তার প্রাচীন তীর্থস্থানসমূহ—কাশী, প্রয়াগ, গয়া, পুরী, হরিদ্বার। কিন্তু মধ্যযুগের অবক্ষয় এবং আধুনিক ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় এই তীর্থক্ষেত্রগুলোতে একদল অসাধু পাণ্ডা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য চরম রূপ ধারণ করেছিল। দূরদূরান্ত থেকে আসা নিরীহ তীর্থযাত্রী, বিশেষ করে অসহায় নারী ও বৃদ্ধরা পদে পদে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হতেন।

এই ধর্মীয় অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে স্বামী প্রণবানন্দ এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যা ইতিহাসে **'তীর্থ সংস্কার আন্দোলন'** নামে খ্যাত। তিনি স্পষ্ট জানান, তীর্থস্থান কোনো ব্যবসার কেন্দ্র বা শোষণের আখড়া হতে পারে না; এটি হলো ভক্তি, শান্তি ও পবিত্রতার ধাম।

তীর্থ সংস্কারের প্রধান পদক্ষেপসমূহ

- **সেবাশ্রম যাত্রীনিবাস নির্মাণ:** তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে নিরাপদ আশ্রয়, আহার ও চিকিৎসা প্রদান।
- **স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মোতায়েন:** কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর মেলা এবং রথযাত্রার মতো বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশে শৃঙ্খলারক্ষায় যুবকদের নিয়োজিত করা।
- **অত্যাচার প্রতিরোধ:** তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

স্বামীজীর এই বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলে পুরী ও কাশীর মতো প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলোতে তীর্থযাত্রীদের মর্যাদা ফিরে আসে এবং সাধারণ ভক্তরা পুনরায় নিশ্চিন্তে পূজার্চনার অধিকার লাভ করেন।

অধ্যায় ৭

মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জাতিভেদ দূরীকরণ

স্বামী প্রণবানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো অভ্যন্তরীণ অনৈক্য, বর্ণভেদ ও জাতপাতের কৃত্রিম প্রাচীর। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের তীব্র ব্যবধান এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপের কারণে হিন্দু সমাজ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়েছিল। এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই বিদেশি শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল জাতিকে পদদলিত করে রাখছিল।

এই সামাজিক ক্ষত নিরাময়ে স্বামীজী এক যুগান্তকারী ধারণা প্রবর্তন করেন—**'মিলন মন্দির'** (Milan Mandir) ও **'হিন্দু মিলন কেন্দ্র'**। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে—তিনি যে কোনো জাতির বা বর্গের হোন না কেন—এক ছাদের তলায় আনার জন্য এই মিলন মন্দিরগুলো স্থাপন করা হয়।

মিলন মন্দিরের ত্রিমুখী কার্যক্রম

১. **সামাজিক সাম্য:** কোনো জাতপাত বিচার না করে সকলের একসঙ্গে উপাসনা ও আহার গ্রহণ।
২. **শারীরিক সক্ষমতা:** মন্দিরের প্রাঙ্গণে আখড়া স্থাপন এবং যুবকদের লাঠিখেলা, কুস্তি ও আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ।
৩. **নৈতিক বিচারসভা:** আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে গ্রামীণ বিবাদ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা।

স্বামীজীর কাছে সমাজের তথাকথিত পদদলিত বা অনগ্রসর মানুষরাই ছিলেন সমাজের প্রকৃত শক্তি। তিনি তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরে আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান করেছিলেন এবং সমাজে সাম্য ও ঐক্যের এক নতুন সূর্য উদিত করেছিলেন।

অধ্যায় ৮

যুবসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান ও আত্মরক্ষার শিক্ষা

স্বামী প্রণবানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের মানসিকতা ও শারীরিক সামর্থ্যের ওপর। পরাধীনতার দীর্ঘ গ্লানিতে ভারতীয় যুবসমাজ যখন হতাশাগ্রস্ত, মেরুদণ্ডহীন ও ভীরু হয়ে পড়েছিল, তখন স্বামীজী তাঁদের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে শোনান পৌরুষের বাণী।

তিনি বলতেন, "ধর্ম কোনো ভীরু বা দুর্বল মানুষের জন্য নয়। দুর্বল মস্তিষ্ক ও দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো মহৎ কার্য সাধন করা যায় না।" তিনি যুবকদের নির্দেশ দিতেন শরীরচর্চা করতে, মাংসপেশিকে লোহার মতো শক্ত এবং স্নায়ুকে ইস্পাতদৃঢ় করে তুলতে।

যুবশক্তির প্রতি স্বামীজীর ত্রয়ী অনুশাসন

- **সংযমী হও:** যুবাবস্থার অমূল্য প্রাণশক্তিকে অসৎ চিন্তা ও কুঅভ্যাসে অপচয় করো না।
- **নির্ভীক হও:** কোনো অন্যায়, উৎপীড়ন বা ভয়ের কাছে মাথা নত করবে না। আত্মরক্ষায় সদা তৎপর থাকো।
- **সঙ্ঘবদ্ধ হও:** ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখো।

তিনি গ্রামে গ্রামে ও নগরে আখড়া, ব্যায়ামাগার এবং আত্মরক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহস্র তরুণ তাদের জীবনকে দেশমাতৃকার কল্যাণে ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতায় উৎসর্গ করেছিলেন।

অধ্যায় ৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবীদের প্রেরণা

স্বামী প্রণবানন্দের কর্মকাণ্ড কেবল আধ্যাত্মিক ও সমাজসেবার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ছিল অত্যন্ত গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা স্বামীজীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের রেকর্ডেও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, সেবাশ্রমের আশ্রয়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক আশ্রয় ও নৈতিক প্রেরণা লাভ করতেন। স্বামীজী প্রকাশ্য রাজনীতি না করলেও বিপ্লবীদের বলতেন—"পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করাই এই যুগের সবচেয়ে বড় পূজা। কাপুরুষের মতো দাসত্ব সহ্য করা পাপ।"

> **নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক উক্তি**
>
> "স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ছিলেন বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগঠক। তিনি সমগ্র জাতিকে যে পৌরুষ ও আত্মত্যাগের দীক্ষা দিয়েছেন, তা স্বাধীন ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জীবনের পাথেয় হওয়া উচিত।"

নেতাজী যখনই কোনো কঠিন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত সংকটে পড়তেন, তিনি স্বামীজীর আশীর্বাদ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। স্বামী প্রণবানন্দ যুবসমাজের মধ্যে সেই আত্মিক তেজ সঞ্চারিত করেছিলেন, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভীত নাড়িয়ে দিতে অপরিহার্য ছিল।

অধ্যায় ১০

মহারাজের দশটি মূল উপদেশ ও বাণীর গভীর তাৎপর্য

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সমগ্র দর্শন সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর দশটি মহামূল্যবান সূত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই বাণীমালা **'সঙ্ঘগীতা'** বা মহারাজের অমর অনুশাসন হিসেবে পরিচিত:

ক্রম	মহারাজের অমর বাণী	আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা
১	লক্ষ্য কী? — আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন।	মানবজীবনের চরম সার্থকতা হলো নিজের অন্তরের পরম সত্যকে উপলব্ধি করা।
২	ধর্ম কী? — ত্যাগ, সংযম ও সত্য।	ধর্ম কোনো বাহ্যিক আচার নয়; চরিত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণই ধর্মের সারবস্তু।
৩	পাপ কী? — দুর্বলতা ও ক্লীবত্ব।	ভয় ও কাপুরুষতা হলো সর্বনাশের মূল; শক্তিহীনতাই সবচেয়ে বড় অধর্ম।
৪	পুণ্য কী? — বল, সাহস ও পরোপকার।	অন্যের কল্যাণে নিজের সামর্থ্য নিয়োগ করাই শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম।
৫	সাধনা কী? — ব্রহ্মচর্য ও নিষ্ঠা।	ইন্দ্রিয় জয় না করলে কোনো আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়।
৬	মৃত্যু কী? — বিস্মৃতি ও অলসতা।	নিজের অমর স্বরূপ ভুলে যাওয়া এবং কর্মহীন নিষ্ক্রিয়তাই হলো প্রকৃত মৃত্যু।
৭	জীবন কী? — শক্তি ও উদ্যম।	অনবরত শুভকর্মে তৎপর থাকা এবং বাধা অতিক্রম করাই জীবন।
৮	সম্পদ কী? — চরিত্র ও নৈতিক বল।	পার্থিব ধনদৌলত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু নির্মল চরিত্রই চিরন্তন সম্পদ।
৯	তীর্থ কী? — পবিত্র মন ও সমাজসেবা।	কেবল নদীতে স্নান নয়, নিঃস্বার্থ সমাজসেবাই শ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শন।
১০	ভগবান কে? — শক্তিমান ও সমন্বয়কারী।	যিনি সর্বত্র ঐক্য স্থাপন করেন এবং দুর্বলকে শক্তি দেন, তিনিই ঈশ্বর।

অধ্যায় ১১

মহাপ্রয়াণ ও অমর উত্তরাধিকার

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অনশনক্লিষ্ট মানুষের সেবায় রাত্রিযাপন, পদব্রজে দেশভ্রমণ এবং জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ স্বামীজীর মরদেহের ওপর এক চরম প্রভাব ফেলেছিল। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এই মহামানব তাঁর পার্থিব লীলা সংবরণের সংকেত দেন।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি (মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষ) কলকাতা বালিগঞ্জস্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে তিনি মহাসমাধিতে প্রবিষ্ট হন। তাঁর তিরোধানে সমগ্র জাতি শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি শিষ্য ও ভক্তদের জন্য যে অমর আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক উত্তরাধিকার রেখে যান, তা আজও প্রদীপ্ত শিখার মতো প্রজ্বলিত।

মহাসমাধির পূর্বে অন্তিম বাণী

"আমি কোনো ব্যক্তি নই, আমি একটি ভাবধারা। তোমরা যদি সংবদ্ধ থাকো, সেবায় নিরত থাকো এবং সত্যনিষ্ঠ হও, তবে আমি সর্বদা তোমাদের মধ্যে জাগ্রত থাকব। কাজ থামিও না, দুর্বল হইও না।"

আজ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কেবল ভারতে নয়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, গায়ানা, কানাডা, ফিজি সহ বিশ্বের বহু দেশে মানবসেবা, শিক্ষাদান, চিকিৎসাসেবা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তা বহন করে চলেছে। স্বামীজীর পার্থিব শরীর বিলীন হলেও তাঁর প্রেরণা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

অধ্যায় ১২

বর্তমান সমাজে প্রণবানন্দ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

একুশ শতকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক যুগে মানুষের বৈষয়িক সমৃদ্ধি বাড়লেও অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা হ্রাস পেয়েছে। যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি, অবসাদ এবং লক্ষহীনতার মতো গুরুতর সামাজিক ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বামী প্রণবানন্দের জীবন ও বাণী আগের চেয়েও শতগুণ বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তিনি যে চরিত্রগঠন ও মানসিক শৃঙ্খলার ওপর জোর দিয়েছিলেন, তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও মানসিক চাপ মুক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধান। তাঁর আত্মবিশ্বাস ও তেজস্বিতার শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে এবং আত্মিক জীবনে অপরাজেয় শক্তি জোগাতে সক্ষম।

আধুনিক জীবনে প্রয়োগের ৫টি সূত্র

- **১. প্রতিদিনের ধ্যান ও আত্মদর্শন:** সকাল-সন্ধ্যা অন্ততঃ ১৫ মিনিট নীরব আত্মচিন্তন করা।
- **২. ডিজিটাল সংযম ও চরিত্ররক্ষা:** ইন্টারনেটের ক্ষতিকর আসক্তি থেকে মন ও চোখকে দূরে রাখা।
- **৩. নিয়মিত কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম:** শারীরিক সুস্থতা রক্ষা ছাড়া মানসিক তেজ অর্জন অসম্ভব।
- **৪. সাপ্তাহিক নিঃস্বার্থ সেবা:** প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করা।
- **৫. সৌহার্দ্য ও সামাজিক সমবেদনা:** ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে আপন ভ্রাতা হিসেবে সম্মান দেওয়া।

প্রণবানন্দ দর্শন কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় মতবাদ নয়, এটি হলো মানুষের ভেতরের পূর্ণ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

প্রশ্নোত্তরী পর্ব ১

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর (FAQs: ১ - ৪)

প্রশ্ন ১: স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ কোন ঐতিহাসিক পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর: উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসনের নির্মম নিপীড়ন, তীব্র দুর্ভিক্ষ এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদিতার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছিল। সমাজে একদিকে ছিল জাতপাতের ভেদাভেদ, অন্যদিকে ধর্মীয় অবক্ষয়। এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে দুর্বলতা ও কুসংস্কারমুক্ত করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

প্রশ্ন ২: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি: প্রথমত, চরিত্রবান ও আত্মোৎসর্গকারী সন্ন্যাসী ও যুবসমাজ তৈরি করা; দ্বিতীয়ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত আর্ত মানুষের আপৎকালীন সেবা ও পুনর্বাসন প্রদান; এবং তৃতীয়ত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তীর্থক্ষেত্রগুলোকে শোষণমুক্ত করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন ৩: স্বামীজী ব্রহ্মচর্যের ওপর কেন এত অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন?

উত্তর: স্বামীজীর মতে, ব্রহ্মচর্য কেবল বিবাহ না করা নয়; এটি হলো চিন্তা, বাক্য ও কর্মে নিখুঁত আত্মনিয়ন্ত্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বীর্য ও জীবনীশক্তির অপচয় রোধ না করলে মানুষের স্মৃতিশক্তি, মানসিক সংকল্প এবং আধ্যাত্মিক চেতনা কখনো প্রস্ফুটিত হতে পারে না। ব্রহ্মচর্যই মানবজীবনের যাবতীয় শক্তির মূল উৎস।

প্রশ্ন ৪: মিলন মন্দির কী এবং কেন এটি ভারতীয় সমাজে এক বিপ্লব ছিল?

উত্তর: মিলন মন্দির ছিল জাতপাতহীন সামাজিক মিলনকেন্দ্র। যেখানে তথাকথিত অস্পৃশ্য এবং উচ্চবর্ণের মানুষ একসঙ্গে বসে প্রার্থনা ও আহার করতেন এবং যুবকরা আত্মরক্ষার জন্য শরীরচর্চা ও লাঠিখেলা শিখত। এটি ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ থেকে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব সাধন করেছিল।

প্রশ্নোত্তরী পর্ব ২

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর (FAQs: ৫ - ৮)

প্রশ্ন ৫: তীর্থ সংস্কার আন্দোলনে স্বামী প্রণবানন্দের অবদান কী ছিল?

উত্তর: পুরী, কাশী ও গয়ার মতো পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের শোষণ, যাত্রীদের প্রতারণা এবং নারীদের নিরাপত্তা সংকট দূর করার জন্য তিনি সঙ্ঘের কর্মীদের মোতায়েন করেছিলেন। তিনি বিনামূল্যে যাত্রীনিবাস ও স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছিলেন এবং ধর্মীয় উৎসবগুলোতে শৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন।

প্রশ্ন ৬: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামীজীর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: যদিও তিনি প্রত্যক্ষ নির্বাচনী বা দলীয় রাজনীতি করেননি, তবুও বিপ্লবীদের কাছে তিনি ছিলেন এক মহান প্রেরণার উৎস। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের যুবকেরা তাঁর আশীর্বাদে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্ঘবদ্ধতা ও নির্ভীক আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৭: স্বামী প্রণবানন্দের সেবাদর্শন সাধারণ সমাজকল্যাণমূলক কাজ থেকে কীভাবে ভিন্ন?

উত্তর: সাধারণ সমাজসেবায় প্রায়শই অহংকার বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব থাকে। কিন্তু স্বামীজী একে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে, সেবা হলো এক উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সাধনা, যার মাধ্যমে সেবকের অহংকার বিনষ্ট হয় এবং আত্মার মুক্তি লাভ ঘটে।

প্রশ্ন ৮: বর্তমান ডিজিটাল যুগের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বামীজীর প্রধান উপদেশ কী?

উত্তর: ডিজিটাল বিভ্রান্তি ও মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য তিনি সময়নিষ্ঠা, প্রতিদিনের একনিষ্ঠ ধ্যান এবং কায়িক ব্যায়ামের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়েছেন কখনো পরাজয় স্বীকার না করে অসীম আত্মবিশ্বাসের সাথে স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে ওঠার জন্য।

প্রশ্নোত্তরী পর্ব ৩

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর (FAQs: ৯ - ১২)

প্রশ্ন ৯: সঙ্ঘের আদর্শে 'শক্তি' ও 'পৌরুষ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: এখানে শক্তি বা পৌরুষ বলতে কোনো পাশবিক বলপ্রয়োগকে বোঝানো হয়নি। এর অর্থ হলো অন্তরের ন্যায়পরায়ণতা, আত্মমর্যাদা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক দৃঢ়তা। যে বল দুর্বলকে রক্ষা করে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা করে, তাকেই স্বামীজী আসল শক্তি বলেছেন।

প্রশ্ন ১০: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুর্যোগকালীন ত্রাণকাজের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: সঙ্ঘের ত্রাণকাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরপেক্ষতা, তাৎক্ষণিক উপস্থিতি এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতা। বন্যা, ভূমিকম্প বা দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় সরকারি সাহায্য পৌঁছানোর পূর্বেই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা জীবন বাজি রেখে দুর্গতদের কাছে অন্ন ও চিকিৎসা পৌঁছে দেন।

প্রশ্ন ১১: স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের গুরু কে ছিলেন এবং তাঁর দীক্ষা কোথায় সম্পন্ন হয়েছিল?

উত্তর: তিনি ১৯১৩ সালে বিখ্যাত যোগীরাজ গম্ভিরনাথজীর আশীর্বাদ লাভ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষনাথ মঠে স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরি মহারাজের নিকট থেকে শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১২: একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে প্রণবানন্দ আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন?

উত্তর: সততা বজায় রেখে জীবিকা নির্বাহ করা, প্রতিদিন কিছুক্ষণ নীরব আত্মপর্যালোচনা করা, নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে নিঃস্বার্থভাবে পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই যে কোনো মানুষ এই মহান আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

প্রণবানন্দ মহারাজ দেখিয়েছেন যে ত্যাগ ও কর্মদক্ষতা একে অপরের পরিপূরক। এই শিক্ষাই আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

উপসংহার ও সংকল্প

চূড়ান্ত সংকল্প ও জাতীয় জাগরণ

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত কেবল অতীতের কোনো সোনালী স্মৃতিচারণ নয়, এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি আলোকবর্তিকা। যখনই মানবসমাজ আত্মবিস্মৃত হয়, তখনই মহাপুরুষদের বাণী আমাদের পুনর্জীবন দান করে। আজ সময় এসেছে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সেই বজ্রকঠোর ব্রহ্মচর্য, অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং আর্তের জন্য ব্যাকুল সেবাভাবকে পুনরুজ্জীবিত করার।

লেখকের অন্তিম সংকল্প বার্তা (Dhaval Hirapara)

"হে ভারতবাসী! দুর্বলতা ত্যাগ করো, ভেদাভেদ ভুলে সংবদ্ধ হও। চরিত্রই আমাদের মূল ভিত্তি এবং সেবাই আমাদের ঈশ্বরীয় সাধনা। স্বামী প্রণবানন্দের আহ্বানকে প্রতিটি হৃদয়ে পৌঁছে দিয়ে এক তেজস্বী, ঐক্যবদ্ধ ও মহিমান্বিত সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের পরম ব্রত।"

বিনামূল্যে সম্পূর্ণ ই-বুক ডাউনলোড ও সোশ্যাল শেয়ারিং

এই সম্পূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থটি সবার মধ্যে নীতিচেতনা ও আত্মবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। আপনি নিজে এটি পাঠ করুন এবং বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রসমাজ ও পরিবারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভাগ করে নিন।

📥 **অফিসিয়াল ফ্রি ই-বুক ডাউনলোড লিঙ্ক:**
https://dhavalhirapara.com/ebook

🌐 **প্রধান ওয়েবসাইট:** https://dhavalhirapara.com/

📢 **সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল:** Instagram / Facebook: `@dhavalhirapara1995`

কপিরাইট ও জনস্বার্থ বিজ্ঞপ্তি: © **২০২৬ সংকলন: ধবল হিরপরা (Dhaval Hirapara)**

জাতীয় সংহতি, যুবজাগরণ ও সার্বজনীন সেবাধর্মের প্রসারে উৎসর্গীকৃত।